



125711 - হজ্জের মধ্যে জমরাতগুলোতে কংকর নিক্ষেপে করার পক্ষে দলিল

প্রশ্ন

জমরাতগুলোতে কংকর নিক্ষেপে করার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জমরাতগুলোতে (স্বতম্ভগুলোতে) কংকর নিক্ষেপে করা হজ্জের ওয়াজবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেকে যবে ব্যক্তি এ মহান ইবাদতটি আদায় করে তার জন্য এটি আদায় করা বধিবিদ্ধ। এই আমলটি আদায়ের বিষয়টি আলমেদের নিকট সহি সাব্যস্ত হাদিসে সরাসরি উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজল (রাঃ) কে বাহনরে পছন্দে চড়িয়েছেন। ফজল (রাঃ) জানিয়েছে যে, তিনি জমরাতে কংকর নিক্ষেপে করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়ছেন। [সহি বুখারী (১৬৮৫) ও সহি মুসলিম (১২৮২)]

আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন বড় জমরাতে পৌঁছলেন তখন বায়তুল্লাহকে বামে রেখে, মীনাকে ডানে রেখে সাতটি কংকর মারলেন এবং বললেন: যার উপর সূরা বাক্বারা নাযলি হয়েছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি এভাবেই কংকর মরেছেন। [সহি বুখারী (১৭৪৮) ও সহি মুসলিম (১২৯৬)]

ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ছোট জমরাতকে সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেকেবার কংকর মারার শেষে তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর একটু অগ্রসর হয়ে ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে কবিলামুখী হয়ে লম্বা সময় দোয়া করতেন। তিনি দুই হাত তুলে দোয়া করতেন। এরপর মাঝারি জমরাতে কংকর মারতেন। কংকর মারার পর বামদিকেরে ঢালু জায়গায় কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন। দুই হাত তুলে দোয়া করতেন। দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন। এরপর তিনি উপত্যকার ভেতরে দাঁড়িয়ে জমরাতে আকাবাতে কংকর মারতেন। এই জমরাতের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে চলে যতেন এবং বলতেন: আমনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবেই করতে দেখেছি। [সহি বুখারী (১৭৫১)]

ইবনুল মুনযরি (রহঃ) বলেন:

“তারা (আলমেগণ) এই মর্মে ইজমা করছেন যে, যবে ব্যক্তি তাশরকিরে দনিগুলোতে সূর্য হলে পড়ার পর জমরাতগুলোতে কংকর নিক্ষেপে করবে; এটি যথেষ্ট।” [ইবনুল মুনযরিরে আল-ইজমা (১১)]



ইবনে হায়ম (রহঃ) বলেন:

“তারা (আলমেগণ) এই মর্মে একমত যে, কেরবানী ঈদরে দনিরে পর তনিদনি জমরাতগুলোতে কংকর নক্শেপে করার দনি। যে ব্যক্তি এই দনিগুলোতে সূর্য হলে পড়ার পর কংকর মারবে; সটো যথেষ্ট।”[মারাতবিল ইজমা (৪৬)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“যখন মীনায় পৌঁছবে তখন জমরাতে আকাবাতে কংকর মারা দিয়ে কাজ শুরু করবনে। এটি হচ্ছে জমরাতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ; যা মীনার দিক থেকে শেষে ও মক্কার দিকেরে প্রথম জমরাত এবং এটি আকাবার কাছাকাছি। তাই এটিকে জমরাতে আকাবা বলা হয়। এই জমরাতে সাতটি কংকর নক্শেপে করবনে। প্রত্যেকবার নক্শেপেরে সময় তাকবীর বলবনে। উপত্যকার ভেতর থেকে কবিলামুখী হয়ে মারবনে। এরপর সে স্থান ত্যাগ করবনে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবনে না। যে যে আলমেদরে অভিমিত আমরা জানতে পরেছে এই হলো তাদরে অভিমিতরে মোটকথা।”[সমাপ্ত][আল-মুগনী (৩/২১৮)]

আবু হামদে আল-গাজালী (রহঃ) বলেন:

“পক্ষান্তরে, কংকর নক্শেপেরে মাধ্যমে আপনি নরিদশে মান্য করা, দাসত্ব প্রকাশ করা, আনুগত্য বাস্তবায়ন করার নয়িত করুন। এ ব্যাপারে আকল ও মনকে কোন সুযোগ না দিয়ে। এই আমলেরে মাধ্যমে আপনি ইব্রাহিমি আলাইহিসি সালামেরে সাথে সাদৃশ্য লাভেরে নয়িত করুন; কারণ এই স্থানে ইবলসি (তার উপর আল্লাহর লানত হোক) তাঁর হজ্জেরে মধ্যে সংশয় ঢুকানোর চেষ্টা করছিল কিংবা কোন গুনাহ করানোর চেষ্টা করছিল। তখন আল্লাহ তাঁকে নরিদশে দিয়েছেন তিনি যেনে কংকর মরে তাকে তাড়িয়ে দেন এবং তার উদ্দেশ্যকে ধুলসিৎ করে দেন। যদি আপনার মনে উদয় হয় যে, শয়তান তাঁর সামনে এসেছে, তিনি শয়তানকে দেখেছেন ও তাকে কংকর মরেছেন। কিন্তু শয়তান আমার সামনে আসেনি; তাহলে জেনে রাখুন এই চিন্তা শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান আপনার মনে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যাত করে কংকর মারার ক্ষেত্রে আপনার দৃঢ়তাকে শিথিল করে দিতে পারে এবং আপনার মনে এ কল্পনা জাগ্রত করতে পারে যে, এটি এমন এক কাজ যার কোন অর্থ নই, এটি এক ধরণের খেলোয়াড়শা; আপনি কিনে এটি করবনে। সর্বাত্মকভাবে এই চিন্তাকে আপনার মন থেকে দূর করুন এবং শয়তানকে নাখোশ করে পূর্ণ উদ্যমতা নিয়ে কংকর নক্শেপে করুন। জেনে রাখুন, বাহ্যতঃ আপনি আকাবার (গরিপিথরে) দিকে কংকরগুলো ছুড়ে মারছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি যেনে শয়তানের মুখে সটো মারছেন এবং তার মরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছেন। কারণ শয়তানকে আর কিছু এত উত্থিত করে না; আল্লাহর নরিদশেরে আনুগত্য করা তাকে যথোবাবে উত্থিত করে; আকল ও মনকে কোন সুযোগ না দিয়ে নছিক আল্লাহকে সম্মান দিয়ে তাঁর নরিদশেরে যখন আনুগত্য করা হয়।”[সমাপ্ত][ইহইয়াউ উলুমদিদীন (১/২৭০)]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।